R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্ণিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ | ৪১শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২০শে ফাল্গুন, বুধবার, ১৪০৯ সাল। ৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৩ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা | বার্ষিক : ৫০ টাকা

নজিরবিহীন নিয়োগ প্রাথমিকে—বাংলা স্কুলের শিক্ষক আদৌ বাংলা জানেন না

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কা শিক্ষাচক্রের এক শিক্ষক ও এক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে ঐ শিক্ষাচক্রের অভিভাবকরা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। তাঁদের অভিযোগ, ফরাক্কার বাগদাবড়া প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক অজয় কাপুর এবং নিশিন্দ্রা কলোনী প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা চন্দ্রা সিনহা বাংলা লিখতে, পড়তে বা বলতে জানেন না, অথচ তাঁরা বাংলা স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। এর জন্য ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনার কতটা ক্ষতি হচ্ছে তা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রকাশ, ঐ দুই জন শিক্ষক/শিক্ষিকার পড়াশুনা বর্তমান ঝাড়খন্ড রাজ্যের হিন্দী স্কুল থেকে। বাসস্থানও ঝাড়খন্ডে। চন্দ্রা সিনহা বিবাহ সূত্রে ফরাক্কায় এসেছেন। কিন্তু এখনো ভালো করে বাংলা বলতে, লিখতে বা পড়তে পারেন না। অজয় কাপুর আগে ফরাক্কার এন. পি. সি. সি. হিন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। (শেষ পৃষ্ঠায়)

চলন্ত ষ্টেট বাসে বোমা বিস্ফোরণে ২ যাত্রী জখম ১ জন গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৬ ফেব্রুয়ারী সকাল ১০-৩০ নাগাদ সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান ডাকবাংলো মোকার মুখে চলন্ত একটি ষ্টেট বাসে বোমা বিস্ফোরণ হয়। বাসটি দুর্গাপুর থেকে রায়গঞ্জ যাচ্ছিল। বোমার আঘাতে দুই যাত্রী রাজীব দাস (১২) ও মইনুল মন্ডল (৩৩) আহত হন। তাদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বাসটির অল্প ক্ষতি হয়। পুলিশ সূতী থানার আজাদনগরের জনৈক পেন্টার সোহেল রাণাকে (২২) গ্রেপ্তার করে। জানা যায়, তার সীটের নীচে একটি খালি রঙের কৌটোর মধ্যে সুতো জড়ানো এই বাক্স বোমাটি সে রেখে দেয়। সোহেল পুলিশের কাছে স্বীকার করে—তার রঙের একটা কাজ অন্যায়ভাবে ফারাক্কার একজন নিয়ে নেয়ায় তাকে জব্ধ করতেই প্রতিহিংসাবশত সে ঐ বোমাটি নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার বাম্পারে ধাক্কা খেয়ে ওটি ফেটে যায়।

স্বাস্থ্য কেন্দ্র জুড়ে বিদ্যুৎ না থাকায় পরিষেবা-নিরাপত্তা দুইই ব্যাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের নিমতিতা চেষ্ট ক্লিনিক ও তার গা লাগোয়া অরঙ্গাবাদ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বেশ কয়েকদিন থেকে বিদ্যুৎহীন। পার্শ্ববর্তী ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে এই অবস্থার সৃষ্টি বলে জানা যায়। এর ফলে চেষ্ট ক্লিনিকের এক্সরে, প্যাথলজি বিভাগ, ল্যাবরেটরী সব কিছু বন্ধ। বিড়ি শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা একরকম অচল হয়ে পড়েছে। চেষ্ট ক্লিনিকের বর্তমান ডাঃ পি, কে হালদার জানান, বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় একদিকে সাধারণ মানুষ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, অন্যদিকে শহর থেকে দূরে কোয়ার্টারে রাত্রিবাস করতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি আমরা। তিনি জানান, এখানে আমি ও ডাঃ রফিকুল ইসলাম দু' জনেই কোয়ার্টারে থাকি। অরঙ্গাবাদ পি এইচ সিতে কোয়ার্টারে ডক্তার থাকেন না। নিমতিতা চেষ্ট ক্লিনিক ও অরঙ্গাবাদ পি, এইচ, সি এলাকা বাউন্ডারী দিয়ে ঘেরার ব্যাপারে অনেক লেখালেখি করেও কিছু হয়নি। প্রায় বছর আট/দশ (শেষ পৃষ্ঠায়)

দুই রাজ্যের পুলিশের তৎপরতায় ছিনতাই এ্যামবাসাডর উদ্ধার, ধৃত ২

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২০ ফেব্রুয়ারী রাতে গঙ্গা-যমুনা এক্সপ্রেস থেকে তিন যাত্রী ফারাক্কা ষ্টেশনে নামে। তারা অরঙ্গাবাদে হাওড়া বিড়ি ফ্যাক্টরী যাবে বলে এক ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে ২৪০ টাকা ভাড়া চুক্তি করে। ট্যাক্সি চালক ফারাক্কার বেনিয়াগ্রামের যতন সাহা সওয়ারিদের কাছ থেকে ১০০ টাকা অগ্রিম নিয়ে ফরাক্কা থেকে তেল নেন। তিন যাত্রীর মধ্যে একজন তোফাপুর মাদ্রাসার কাছে নামবে বলে জানায়। সেইভাবে জাতীয় সড়ক থেকে কিছুটা নেমে গিয়ে গাড়ীটি তোফাপুরের দিকে যেতেই যাত্রীদের মধ্যে একজন যতনের মাথায় পিস্তল ধরে তাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এই নিয়ে যতনের সঙ্গে তাদের ধস্তাধস্তি হয়। শেষে যতনকে গাড়ী থেকে ওরা জোর করে নামিয়ে দেয়। দিশেহারা (শেষ পৃষ্ঠায়)

ফার্মাসি ক্লাবের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিবিড় যোগসূত্র স্থাপনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক নাবার্ড-এর-বিকাশ ভলেন্টিয়ার বাহিনী প্রকল্পে গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, মনিগ্রাম শাখার উদ্যোগে গত ২৭ ফেব্রুয়ারী সাগরদীঘির কড়াইয়া গ্রামে প্রোগ্রেসিভ ফার্মাসি ক্লাবের উদ্বোধন করেন মুর্শিদাবাদের অতিরিক্ত জেলা শাসক গুরুপদ বায়েন। সভায় বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত ২৫০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ব্যাঙ্কের বিভিন্ন কর্মধারা নিয়ে আলোচনা করেন জেলার আঞ্চলিক প্রবন্ধক বলরাম দাস। লিড জেলা ম্যানেজার নীশিথ পোদ্দার, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের সহকারী জেনারেল ম্যানেজার সুজয় কুন্ডু, মালদহের প্রধান কার্যালয়ের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ফাল্গুন বুধবার, ১৪০৯ সাল।

॥ বিসর্গীকরণ ॥

মধ্যযুগে দেশ যখন যুগসংকটের মধ্য দিয়া চলিতেছিল তখন এক মহান ব্যক্তিত্ব সেই যুগ সন্ধিক্ষণে শোনাইয়াছিলেন তাঁহার জীবনের কষ্টি পাথরে নিকষিত এক সত্য বাণী—আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। অর্থাৎ যাহা নিজে করিতে পারিবে, যাহার প্রতিফলন নিজের জীবনে ঘটাইতে পারিবে তাহাই-অপরকে করিবার উপদেশ বা নির্দেশ দিবে। উপদেষ্টার জীবনযাত্রা এবং জীবনাদর্শ হইবে সমাজের অন্যান্যদের আদর্শ, পালনীয় পথ নির্দেশিকা। তাহার জীবনচর্চা হইবে জীবনের মূর্ত বাণী-রূপ। সাধুদের পরিত্রাণ এবং দুষ্কৃতিদের প্রতিহত করার জন্য এই রকম দেবদারু সদৃশ দিশারী মানুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে যুগে যুগে। তাহারা শোনাইয়াছে আর্ত মানুষকে, বিপর্যস্ত মানুষকে আশা-আশ্বাসের কথা। তাহাদের মুখনিঃসৃত কথার সাহত ব্যক্তিগত জীবন চর্চার তফাৎ ছিল না। তাহারা ছিলেন সোদনের যুগ মানসের প্রতিচ্ছাব, যুগ চিন্তার পথিকৃৎ।

কিন্তু আজ? অতীত দিনের বাক্য বন্ধটি তাহার ধার হারাইয়া ফেলিয়াছে। সময়ের বহমান স্রোতে পড়িয়া সে বাণী অবক্ষয়ের ভাটিতে ভাসিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান প্রজন্মের মানুষের নিকটে তাহা বস্তাবচা শব্দ বালয়া বিবোচত। মধ্যযুগের অন্ধকার পরিপার্শ্বের মধ্যে দাঁড়াইয়া কোন এক কবি উচ্চারণ করিয়াছিলেন—সবার উপরে মানুষ সত্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর রেণেসাঁস সেই সত্যকে আরো বেশি করিয়া প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। মানবতাবাদ হইয়াছে যুগধর্ম। মানুষের ধর্ম মানব ধর্ম। যাহাকে ধারণ করিয়া থাকি তাহাই ধর্ম। মনুষ্যত্ববোধ, মানবিকতা বোধ এখন কথার কথা মাত্র। তাহা বলিতে ভাল, শুনিতেও ভাল। কেননা শব্দ বন্ধটি বেশ ওজনদার, মুখভরা উচ্চারণ। আজ আমরা যাহারা মানুষের কথা বলি, মনুষ্যত্বের কথা বলি, মানবিকতার কথা বলি তাহার মধ্যে শূন্য কুম্ভের আওয়াজ ছাড়া বোধহয়, কিছুই নহে। কোন একজন কবি বোধ করি, সেই জন্য এই যুগের মানুষকে বলিয়াছেন 'ফাঁপা মানুষ'। মিথ্যা কিংবা অর্ধসত্য বলা এই যুগের রীতি। যাহা বলি তাহা করিনা আর যাহা করি তাহা বলিনা।

মনে হয় 'অন্ধকারে অর্ধ সত্য সকলকে জানিয়ে দেবার নিয়ম এখন আছে।' অথবা বলিতে পারা যায়—'এখন মানুষের কাছে আলো আঁধারের আর এক রকম মানে।' জীবন হইতে ঋতম শব্দটি মুছিয়া যাইতেছে। আজ মুখে যাহা বলা হইতেছে তাহা মনের কথা নয়। কাজে ও কথায় কখনো স্ববিরোধীতা আবার কখনো দ্বিচারিতার বৈলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

একটি বড় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে মানুষ চরিত্রের 'অদ্ভূত দ্বিচারিতা'র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে সম্প্রতি। কয়েকটি উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে। পণ প্রথার বিরুদ্ধে অনেকেই 'কনভেনসন' ডাকিয়া সোচ্চার হইয়া উঠেন, আবার তিনি গোপন অলিখিত চুক্তিতে কন্যার পিতার নিকট পণের টাকা আদায় করেন। যে স্ত্রীকে সকাল বেলায় 'যা দেখী সর্বভূতেষু' বলিয়া স্তুতি করা হয়, সন্ধ্যায় মদ্যপানাসক্ত স্বামী যষ্টি দিয়া তাহার অঙ্গ সেবা করেন। এ দেশের নোটের গায়ে উল্লিখিত 'সত্যমেব জয়তে' শব্দ বন্ধগুলি সত্যকে মুখ টিপিয়া হাসে যেখানে কালো টাকার অনুপাত নাকি শতকরা চল্লিশ ভাগ। রাজনৈতিক নেতারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকেন তাহা শ্রুতির মধ্যেই থাকিয়া সময়ের ব্যবধানে থিতাইয়া যায়। মানুষ গড়িবার দায় ও দায়বদ্ধতা যাহাদের উপরে ন্যস্ত তাহারা শ্রেণীকক্ষে দাঁড়াইয়া যে অমৃত বাণী দিয়া থাকেন—তাহাদের জীবন চর্চায় তাহা প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে পুরাতন প্রবাদপ্রতিম বাক্যগুলি তাহার অন্তর্নিহিত অর্থ হারাইয়া ফেলিতেছে। স্টীফেন লিককু তাহার এক নিবন্ধেও সেই কথা বলিয়াছেন—। আগের ধারণা ছিল চক্ চক্ করিলেই সোনা হয় না। সোনার গুণগত ও বাহ্যিক মূল্য আছে। সোনার বিকল্প কোন কিছু হইতে পারে না। কিন্তু এখন এই প্রবাদটি তাহার অর্থ হারাইয়া ফেলিয়াছে। বর্ত্তমানে শোনা যায়—যাহা চক্ চক্ করে তাহাই সোনা। অন্যার্থ—বাহ্যিক চাকচিক্যই হইতেছে বড় কথা, সময় কালের বিচার্য বিষয়। ইনট্রিনসিক ভ্যালুর তাৎক্ষণিক কোন দাম নেই। কেননা যুগটি ইমিটেশনের যুগ আর এই যুগের মানুষ অনেকেই দাদাঠাকুরের ভাষায় কেমিক্যাল বাবু। ইহাদের বাহ্যিক রূপ এবং পোশাকে আশাকে মেকি জৌলুষ। এ সময়ের মানুষ শুধু ফাঁকা অন্তঃসারশূন্য নয়, বাহ্যিক জৌলুষে ভরা। তাহাদের ভিতরে বাহিরে যেমন পার্থক্য, কথা ও কাজে, চিন্তায় ও চর্চায় তেমনি তফাৎ। দুয়ের সমীকরণ আজ নাই বলিলেই চলে।

পাঠাস নে মা হাসপাতালে

—শীলভদ্র সান্যাল

দৈবদুর্বিপাকে আমায়
পাঠাস নে মা হাসপাতালে।
সেথায় বেঁচে কেউ ফেরেনা
সাঙ্গ ক'রে লেনাদেনা
ধরবে এসে মহাকালে
পাঠাস নে মা হাসপাতালে!
নামটি তাহার পটলডাঙ্গা
সবাই পটল তোলে,
আর যারা সব ব্যস্ত বড়
দলবাজি কোন্দলে।
সময় মত বেড্ মেলেনা
যদি না কেউ থাকে চেনা
কলিযুগের হালচাল মা
দেখব কত-কালে-কালে
পাঠাস নে মা হাসপাতালে।
নাই কোন উদ্দেশ্য সেথায়
সবই যে বিধেয়
নির্বিবাদে বেড়ায় ঘুরে
শুয়োর, সারমেয়।
পথ্য যাহা, অখাদ্য মা
দেখলে পরে আসবে 'কোমা'
ভাতের মধ্যে নারা'ণ শিলা
নুনের ছিটে নেই মা ডালে।
পাঠাস নে মা হাসপাতালে।
নার্সগুলো সব যায় মা হেঁটে
উচ্চ গ্রীবার ঠামে,
ওষুধ যাহা ফার্মেসিতে
বিকায় উচ্চ দামে।
ছা পোষা এক গৃহস্থ মা
দেখাস একটু কারুণ্য মা
সন্তানে তোর এমন দন্ড
দিসনে দোহাই মুন্ডমালে!
পাঠাস নে মা হাসপাতালে।
সেথায় গিয়ে কত মায়ের
কোলটি হল খালি।
তাই নিয়ে হায় বাক্-বিভূতির
কতই চতুরাশি!
আজব দেশের আজব নিয়ম
রকম-দেখে লাগছে বিষম
কার্যসিদ্ধি করতে গিয়ে
ধরতে আমায় হয় দালালে!
পাঠাস নে মা হাসপাতালে।
সেথায় গেলেই কেল্লা ফতে
ধরবে এসে যম!
তাই তো ব্যাঙের ছাতার মত
যত নার্সিং হোম!
ডাক্তারেরা সেথায় ছোটে
দু' হাতে সব লক্ষ্মী লোটে
স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে কেউ
ধান্ধা করে টাকার তালে।
পাঠাস নে মা হাসপাতালে!
হেথায় হোথায় আবর্জনা
দুর্গন্ধের জোরে (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুরের কড়চা

ব্যাটে বলে ঘটে গেল মহাহুলুস্থুল। সেঞ্চুরিয়ন মাঠে তার উত্তরণ। বিশ্বকাপের খেলা—যুযুধান ভারত ও পাকিস্তান। দর্শকদের মনে দিনভর টানটান উত্তেজনা। প্রতিটি মুহূর্তে ক্রীড়া প্রেমীদের মাঝে টন টন হাইপার টেনশন্। কি জানি—কী হয়। প্রতীক্ষার থার্মোমিটারে আশা-নিরাশার পারদের ওঠা-নামা। মনের বাঁধানো পিচে স্বপ্নের আথালি-পাথালি।

যেন খেলা নয়—বিশ্বরণ। স্বপ্নের সওদাগরদের মনে কী উৎকন্ঠা! পথে-বিপণিতে-ক্লাবের চাতালে কত শত প্রতীক্ষমান দৃষ্টি আটকে রয়েছে টিভির পর্দায়। কখন পেরিয়ে গেছে দন্ড-পল-প্রহর। পশ্চিম আকাশে নিভু নিভু দিনের চিতা। দিগন্তে তার আলোর এক চিলতে রক্ত রাগ। ফাগুনের বনে বনে তার আলিম্পন। পহেলা মার্চ। সন্ধ্যে নেমে এসেছে। হাতে দীপশিখা। মুহূর্তের মধ্যে তারই স্নিগ্ধ আলোয় ফুটে উঠলো শত সহস্র বিকশিত পাপড়ির মতো হর্ষোৎফুল্ল মুখাবয়ব। সাফল্যের কোকনদ ফুটে উঠলো। বিজয় লক্ষনী পরিয়ে দিলেন বিজয়ের বরমাল্য ভারতের গলায়। সৌরভের সুরভি ছড়িয়ে পড়লো দিকে-দিগন্তে। বিজয়ের প্রাণবন্যা তটিনী ছেড়ে তটকে ছুঁয়ে গেল। খুশি আবালবৃদ্ধবনিতা। বাজিতে বাজনার কলস্বননে ছয়লাপ গ্রামগঞ্জ। উচ্ছ্বসিত কলকন্ঠের কলোচ্ছ্বাস। শিব চতুর্দশীর সন্ধ্যা আলোয় আলোয় ঝলমল। সৌরভকে ঘিরে যে প্রত্যাশা জেগেছিল ক্রিকেট প্রেমীদের মনে তার সফলতায় সবাই যেমন আনন্দিত—গর্বিত।

সৌরভ রেখে গেল তার নেতৃত্বের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। সতীর্থদের নিয়ে দল পরিচালনার কৃতিত্ব তিনি দাবি করতেই পারেন। পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালোবাসা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা—সর্বোপরি দেশের প্রতি গভীর মমত্ববোধ তাকে অনন্য করে রাখলো।

ফিরে যায় আগের কথায়। পহেলা মার্চের সন্ধ্যে যেন দেশের অন্যান্য অংশের মতই উৎসব মুখর। পথ ঘাট মাঠ ময়দান গৃহ মাঝরাত পর্যন্ত কলরব মুখরিত। উৎসবের দেশে আরেকটি উৎসব পালিত হলো পহেলা মার্চ। মানুষের জীবনে প্রতিদিনই তো উৎসব। এ দিনের উৎসব তার থেকে একটুখানি স্বতন্ত্র। একটা ভাবাবেগ এ উৎসবের প্রাণ। রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুরেও উৎসবের সেই প্রাণোচ্ছ্বলতা হয়েছিল পরিদৃশ্যমান।

পাঠাস নে মা হাসপাতালে (২য় পৃষ্ঠার পর)

প্রাণ খাবি খায়! রুগীরা সব
শোয় যে করিডোরে।
কিছু বলার নেই কো কোথাও
ফুড্‌গুলো সব হচ্ছে উধাও
এ সব দেখে শুনে আমি
অথই পানি পাই না হালে।
পাঠাস নে মা হাসপাতালে।
'অশ্বত্থমা····ইতি গজ'
ব'লে যুধিষ্ঠির
নরক দর্শন করেছিলেন
পরম ধনুর্বীর!
সেটা যে হাসপাতাল ছিল
সন্দেহ নেই একটি তিলও
এরকম পাপকর্ম যেন
না করি হায় কোন কালে
পাঠাস নে মা হাসপাতালে ॥

ফেডারেশনের দ্বিতীয় মহকুমা সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ ফেব্রুয়ারী রঘুনাথগঞ্জে গঙ্গা এটি ইরোশন অফিস সংলগ্ন বাগানে ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের দ্বিতীয় মহকুমা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমার প্রতিটি ব্লক থেকে প্রায় শ' দুয়েক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। সম্মেলনে কংগ্রেসের মহকুমা সম্পাদক মুক্তিপ্রসাদ ধর, জঙ্গিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক হবিবুর রহমান, কংগ্রেসের মহকুমা সভাপতি নিজামুদ্দিন, ফেডারেশনের জেলা সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী প্রমুখ বক্তা বামফ্রন্ট সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সরকার কিভাবে একের পর এক কর্মচারীদের অধিকার হরণ করে চলেছে তা তুলে ধরেন। কর্মীদের বোনাস অর্দ্ধেক করে দেওয়া, গৃহ ঋণ প্রকল্প তুলে দেওয়া, ছুটি কমিয়ে দেওয়া, মহার্ঘ ভাতা বাকী রেখে দেওয়া, অবসরের পর পি এফের টাকা দিতে গরিমসি করা প্রভৃতি কর্মচারী বিরোধী নীতিগুলি বক্তারা সম্মেলনে তুলে ধরে তার বিরুদ্ধে ফেডারেশন কর্মীদের আন্দোলনে সামিল হবার আহ্বান জানান। সম্মেলন শেষে মহাদেব মিশ্রকে সভাপতি ও মোয়াজ্জেম হোসেনকে সম্পাদক করে ৩৬ জনের একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়।

পোলিও নিবারণে সভা-নাটক-ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৭ ফেব্রুয়ারী সুতী থানার কালুপুর গ্রামে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টার, জঙ্গিপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে 'পোলিও সভা' অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় মুর্শিদাবাদের জেলা শাসক মনোজ পন্থ ও জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক পুনিত যাদব উপস্থিত থেকে পোলিও রোগ নিবারণে গ্রামবাসীদের উৎসাহিত হতে আহ্বান জানান। পোলিও রোগ মহকুমা থেকে নির্মূল করার আবেদন জানিয়ে এলাকার মানুষকে সচেতন করতে মেডিক্যাল সার্ভিস সেন্টারের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ডাঃ সুকুমার দে, ডাঃ দীনেশ চৌধুরী, মেডিক্যাল অফিসার পিনাকী ঘোষ। অনুষ্ঠান শেষে পোলিও রোগ বিষয়ে একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়। প্রচুর দর্শক সেটা উপভোগ করেন। পরের দিন ৮ ফেব্রুয়ারী একই উদ্দেশ্যে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গিয়াস মোড়ে এক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

জঙ্গিপুর পৌরসভা কার্যালয়

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ শহরে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর কর্তৃক যে পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ করা হইতেছে তাহা জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের পরীক্ষাগারে পরীক্ষার পর উক্ত পানীয় জল পান করিবার জন্য নিরাপদ বিবেচিত হইয়াছে।

বর্তমানে উক্ত পানীয় জল গৃহে গৃহে সরবরাহ করা হইবে। ইচ্ছুক ব্যক্তিগণের নিকট হইতে পরিস্রুত পানীয় জলের সংযোগ পাইবার জন্য নির্দিষ্ট ফর্মের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। আবেদন পত্রের সহিত পৌরসভার দেয় হালের সম্পত্তি করের রসিদ সংযোজন করিতে হইবে।

মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য
পৌরপতি,
জঙ্গিপুর পৌরসভা

স্মারক সংখ্যা ৯৮২/(৪)/১১২/০৩ জে, এম তারিখ – ২৭/২/০৩

ভারতীয় জনতা পার্টির আট দফা ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় জনতা পার্টি'র পক্ষ থেকে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসকের কাছে আট দফা দাবি সম্বলিত এক ডেপুটেশন দেয়া হয়। উল্লেখযোগ্য দাবীগুলির মধ্যে ছিল—১) মহকুমার বি পি এল তালিকায় শাসক দলের চাপে পড়ে অযোগ্য স্বেচ্ছাচারিতা করে যোগ্যদের বাদ দিয়ে ধনবানদের ঐ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। তালিকা সংশোধন করে প্রকৃত মানুষদের নাম তালিকাভুক্ত করতে হবে। ২) ইট ভাটা মালিকরা পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরকে কব্জা করে চাষযোগ্য জমির যথেচ্ছ মাটি কেটে রাজ্য সরকারের নীতির তোয়াক্কা না করে গর্ত করে দেওয়ায় চাষীদের সর্বনাশের সঙ্গে এলাকায় বন্যার ভয়াবহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। এই অত্যাচার বন্ধ করা হোক। ৩) জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভয়াবহ অরাজকতা চলছে। সেখানে সরকারী অর্থ ও ওষুধপত্র লুঠপাট হচ্ছে, অপারেশনের ক্ষেত্রে নার্সিং হোমের পেট ভরানো হচ্ছে, রোগীদের উপর চরম জুলুম চলছে। সরকারী নীতি মতো প্রতিটি কর্মচারীকে তার পরিচয় কার্ড গলায় ঝুলাতে হবে। দালালসহ সমস্ত অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের হাসপাতাল চত্বর ও সরকারী কোয়ার্টার থেকে তাড়াতে হবে। ওষুধপত্র, অ্যাম্বুলেন্সের তেল, ফ্যামিলি প্ল্যানিং ও পালস্ পোলিওর বরাদ্দকৃত অর্থের পূর্ণ আয় ব্যয় জনসমক্ষে আনতে হবে। ৪) রঘুনাথগঞ্জ শহরের পৌরসভার ডিপ টিউবওয়েলের জল পানীয়যোগ্য বলে প্রচার করা হয়েছে। আমাদের দাবী ঐ জল ব্যবহারের আগে সরকারী ও বেসরকারী পরীক্ষাগারে আপনাদের তত্ত্বাবধানে একাধিক জায়গায় পরীক্ষা করা হোক। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন জঙ্গিপুর পৌর মন্ডলের সভাপতি আশিস সিংহ রায় ও রঘুনাথগঞ্জ-১ নং মন্ডল সভাপতি মঙ্গলানন্দ রায়।

Sealed tender is invited for supply of cooked (finished) diet for BPHC and Rural Hospital in Jangipur Sub-Division for the period from 1. 4. 2003 to 31. 3. 2004

1. Tender schedule may be purchased from 13. 3. 2003 to 19. 3. 2003 (working day only) from 12 noon to 14. 30 hours.
2. Tender/bid papers to be received upto 4-00 p. m. of 25. 3. 2003 by registered post only. The concern authority will not be responsible for delay receive after stipulated time and date.
3. Tender schedule may be purchased with deposition of challan amounting to Rs. 200/- for each group health centre.
4. Tender/bid papers will be opened at 4-30 p. m. of 25. 3. 2003.

Details to be had from the office of the asstt. Chief Medical Officer of Health, Jangipur, Murshidabad.

Asstt. Chief Medical Officer of Health
Jangipur, Murshidabad.

স্মারক সংখ্যা ১২৪ (২)/তথ্য/মুর্শিঃ তাং—৪-৩-০৩

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

আফিডেবিট

আমি দিলীপকুমার কর, পিতা ৺জগবন্ধু কর, গ্রাম ও পোঃ গগনপুর, থানা মুরারই, জেলা বীরভূম। স্কুলে, ভোটারলিষ্টে, সার্ভিস বুকে সর্বত্র আমার নাম দিলীপকুমার কর থাকা সত্ত্বেও গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বাড়ালা শাখায় সেভিংস এ্যাকাউন্টে ভুলবশতঃ আমার নাম দিলীপ কর লেখা হয়েছে। দিলীপ কুমার কর এবং দিলীপ কর একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী '০৩ বর্ধমান কোর্টে আফিডেবিট করলাম।

এ্যামবাসাডর উদ্ধার, ধৃত ২ (১ম পৃষ্ঠার পর)

যতন আশপাশ গ্রাম থেকে লোকজন নিয়ে আসার আগেই এ্যামবাসাডরটি হাওয়া হয়ে যায়। ঘটনা ঘটে রাত ৯-৩০ নাগাদ আর পুলিশ খবর পায় প্রায় ১ ঘন্টা বাদে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খবর পেয়ে জঙ্গিপুরের মহকুমা পুলিশ প্রশাসক পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর সঙ্গে ঝাড়খন্ডের পাকুড় কনট্রোল রুমে ম্যাসেজ পাঠান এবং তিনি পুলিশ নিয়ে পাকুড়ের দিকে রওনা হন। শেষে পাকুড়ের লিটিপাড়া থানা এলাকা থেকে পাকুড়ের এস ডি পি ও র সহযোগিতায় এ্যামবাসাডরটি (No. WNF 5447) উদ্ধার করেন। তিনজনের মধ্যে দুই গাড়ী ছিনতাইকারী ধরা পড়ে। এদের কাছ থেকে ১টি পিস্তল, ১ রাউন্ড গুলি ও ভোজালী উদ্ধার হয়। ছিনতাইকারীরা ফরাক্কা ও অরঙ্গাবাদ এলাকার বলে জানা যায়।

পরিষেবা-নিরাপত্তা দুইই ব্যাহত (১ম পৃষ্ঠার পর)

আগে নাকি রাজ্যের শ্রম মন্ত্রী এখানে এলে স্থানীয় কর্মীরা বাউন্ডারী ওয়ালের দাবীতে তাঁর কাছে ডেপুটেশন দিলে তিনি সত্বর স্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেও আজ পর্যন্ত খোলামেলার মধ্যেই ওখানে চিকিৎসা চলছে। কর্মীদেরও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে হচ্ছে সারা সময়। উল্লেখ্য, কয়েক বছর আগে ঐ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ফার্মাসিস্টের কোয়ার্টারে এক দুঃসাহসিক ডাকাতিতে দুষ্কৃতীরা গৃহস্বামীর সর্বস্ব লুঠ করে, মারধোরও করে।

আদৌ বাংলা জানেন না (১ম পৃষ্ঠার পর)

কিন্তু ঐ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী কমে যাওয়ায় শিক্ষক উদ্বৃত্ত হয়ে দাঁড়ায়। এই সুযোগে অজয় কাপুর নিজ বাসস্থান সাহেবগঞ্জ থেকে যাতায়াতের সুবিধার জন্য ফরাক্কার সীমান্তবর্তী এবং ঝাড়খন্ড রাজ্যের নিকটতম স্কুল বাগদাবড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বদলি হয়ে আসেন প্রায় ছ' সাত মাস আগে। হিন্দী স্কুলে পড়াশুনা করে একজন শিক্ষক/শিক্ষিকা কীভাবে বাংলা স্কুলে নিয়োগ পান তা এখনো দুর্বোধ্য। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও তাঁরা এখনও মৌনতা পালন করছেন।

ফার্মার্স ক্লাবের উদ্বোধন (১ম পৃষ্ঠার পর)

সঞ্জীব ব্যানার্জী ব্যাঙ্কের কর্মধারা ব্যাখ্যা করেন। জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক অমর চক্রবর্তী অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীট-নাশক প্রয়োগ করে চাষীরা জমির মাটি নষ্ট করে ফেলছেন বলে জানান। কৃষিবিদ অমলেশ আদক অধিক বৃক্ষ রোপণ করতে চাষীদের উৎসাহী হতে বলেন। সাগরদীঘির বিডিও স্বরূপ সিকদার এই ক্লাব উৎপাদনকারীদের সঙ্গে ব্যাঙ্কের যোগাযোগ স্থাপন করবেন বলে জানান। কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক সারোয়ার-এ-জাহান এলাকার কৃষি উৎপাদন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ঐ দিন বেলা ১১টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমলে স্থানীয় ইউ, বি, আই ব্যাঙ্কের সৌজন্যে ওখানকার নবতরুণ সংঘ ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে ক্যামেলিয়া ফার্মার্স ক্লাবের উদ্বোধন হয়। অনুষ্ঠানে নাবার্ড-এর জেলা ম্যানেজার, ইউ, বি আই-এর আঞ্চলিক প্রবন্ধক, জঙ্গিপুর পুরসভার পুরপতি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।